মূল শব্দাবলীঃ
ইসরা মি'রাজ
সময়
মূল্য
কল্যাণ

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

16 January 2026 / 26 Rejab 1447H

ইসরা ও মি'রাজ – সময়ের প্রকৃতি নিয়ে ভাবনা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى، وَأَضَلَّ بِحِكْمَتِهِ وَهَدَى. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

যুমরাতুল মুমিনিন রাহিকামুল্লাহ,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে ভয় করুন। তাঁর সকল আদেশ পালন করুন এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকুন। আসুন, আমরা তাঁর মহত্বের নিদর্শনগুলোর প্রতি আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করি। আমাদের ঈমান যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হৃদয়ে সুদৃঢ় থাকে। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

গত সপ্তাহের খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সীরাত শিক্ষা লাভ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজকের খুৎবায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর জীবনে সংঘটিত এক বিস্ময়কর ঘটনার ওপর আলোকপাত করব—ইসরা ও মি'রাজ; যা ছিল এক অলৌকিক সফর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-ইসরা'র সূচনাকারী আয়াতে এই ঘটনাটির বর্ণনা প্রদান করেছেন:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١

*অর্থঃ **"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।"***

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

এই সফরের সময় সংঘটিত অলৌকিক ব্যাপারটি ছিল সাধারণ মানববোধের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। এটি এতটাই অসাধারণ ছিল যে তৎকালীন কিছু মানুষ একে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছিল। এক রাতের মধ্যেই দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বের স্থলভ্রমণ সম্পন্ন হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)–কে সাত আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সরাসরি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ বিধান গ্রহণ করেন, এবং সেই একই রাতেই পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্মানিত সুধী,

এই ঘটনাটি কিছু মানুষের জন্য গ্রহণ করা কঠিন হওয়ার একটি কারণ—দূরত্বের বিশালতার পাশাপাশি—ছিল সময়ের বিষয়টিও। অথচ মানবীয় যুক্তির বিচারে এমন একটি সফর অসম্ভব মনে হলেও, আল্লাহ 'আজ্জা ওয়া জাল্লার জন্য তা কখনোই অসম্ভব নয়।

এটাই মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ: এটি মানববুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং একই সঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরম ক্ষমতা ও মহিমা প্রকাশ করে। এ কারণেই এই আয়াতটি "সুবহানা" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে—যার মাধ্যমে আল্লাহর পরম পবিত্রতা, মহিমা ও মহানত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

ইসরা ও মি'রাজের গভীর শিক্ষাগুলোর অন্যতম হলো সময়ের মূল্য। অন্যদের জন্য সেই রাত ছিল আর দশটি রাতের মতোই—বিশ্রাম ও ঘুমের সময়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্য সেটি ছিল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অতুলনীয় রাত—এমন এক রাত, যা সমগ্র উম্মাহর জন্য অসংখ্য তাৎপর্য ও অন্তহীন হিদায়াত বহন করে। ইসরা ও মি'রাজ স্মরণ করতে গিয়ে আজকের খুতবা আমাদেরকে সময়ের মূল্য সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণ চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি দিতে আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রথমত: **<u>প্রত্যেক মানুষকেই সমান পরিমাণ সময় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সময়ের মূল্য নির্ভর করে তা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর।</u>**

ইসলাম সময়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্নভাবে সময়ের শপথ করেছেন—যেমন: *ওয়াল-'আসর, ওয়াল-ফজর, ওয়াদ-দুহা, ওয়াল-লাইল* এবং আরও বহু স্থানে। এর মাধ্যমে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সময় এক অমূল্য নিয়ামত।

তবুও আমরা কতবারই না বলি, "সময় কত দ্রুত চলে যাচ্ছে!" অথবা "রমজান তো প্রায় চলে এল!"—যেসব মুহূর্ত এখনো আমাদের স্মৃতিতে সজীব, অথচ বাস্তবে দেখা যায় সেগুলির পেছনে বহু বছর, এমনকি দশকও পেরিয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন একই ২৪ ঘন্টা সময় পায়, কিন্তু সেই সময়ের মূল্য একেকজনের জন্য একেক রকম—এটি নির্ভর করে সময় ব্যবস্থাপনার ওপর।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন কি আমরা কুরআন হিফজ পুনরালোচনা করার জন্য বা তিলাওয়াত সুন্দর করার জন্য সময় বের করছি? নাকি নিজেদেরকে এই বলে বিলম্ব করছি—"পরে করব"?

যখন আমরা সময়ের মূল্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা নিয়ে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করি, তখন তা দীর্ঘমেয়াদে আমাদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

দ্বিতীয়ত: **অতীত নিয়ে পড়ে থাকবেন না; বরং যে সময় এখনো অবশিষ্ট আছে, তা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগান।**

যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা আর কখনো ফিরে আসবে না। তবে যে সময় সামনে রয়েছে, সেখানে যেন আমরা পুরনো ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না করি। । আসুন, আমরা আমাদের সময়কে সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করি; কারণ সময় এক মহান নিয়ামত এবং এমন এক সম্পদ, যা কেবল তারাই উপকৃত হয় যারা একে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে জানে।

আমরা অনলাইনে কীভাবে আমাদের সময় ব্যয় করছি, সে বিষয়েও ভেবে দেখা দরকার। আজকের দিনে আমাদের অনেক সময়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেটে যায়। নিজেদেরকে প্রশ্ন করি: এটি কি আমার ঈমান ও জীবনে প্রকৃত কোনো মূল্য সংযোজন করছে? নাকি এটি কেবল সাময়িক বিনোদন দিচ্ছে, অথচ আমাদের আত্মাকে শূন্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে?প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,
সূরা ইবরাহীমের ২৪ ও ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর অর্থ হলো—প্রতিটি সৎকর্ম একটি সুদৃঢ় বৃক্ষের ন্যায়, যা সর্বদা ফল দান করে। আজ

আমরা যে নেক আমলের বীজ বপন করি—তা যই ক্ষুদ্রই হোক না কেন—তা সময়ের ধারাবাহিকতায় অব্যাহতভাবে উপকার বয়ে আনতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁরা সময়ের মূল্য উপলব্ধি করেন; যাতে আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে পারি। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَر، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমাদের অজান্তে কিভাবে প্রায় তিন বছর পার হয়ে গেছে, অথচ গাজায় আমাদের ভাই ও বোনেরা চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে কষ্ট ভোগ করে চলেছেন।

দূরত্ব আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করলেও, দোয়া ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এখনও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

সম্প্রতি রাহমাতান লিল 'আলামিন ফাউন্ডেশন গাজার মানুষের সহায়তায় **"এইড ফর গাজা"** শীর্ষক একটি কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচিটি চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে, যার লক্ষ্য হলো আশ্রয়কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক এবং কমিউনিটি কিচেনসহ প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধা স্থাপন করা।

আসুন, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিই—রহমাহ (করুণা) ও ইহসান (সহানুভূতি ও উত্তম আচরণ)-এর নিদর্শন হিসেবে। আল্লাহ তাআলা যেন সকল কষ্ট দূর করে দেন এবং সবার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدانِ عَامَّةً، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.